গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
অগ্নি-২ শাখা

## সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২২-২৩ বছরের নৈতিকতা কমিটি ১ম সভার কার্যবিবরণী

| | |
|---|---|
| সভাপতি | মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী<br>সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ |
| সভার তারিখ | ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ |
| সভার সময় | ১২.৩০টা |
| স্থান | জুম অনলাইন প্লাটফরম |
| উপস্থিতি | ক |

দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত নৈতিকতা কমিটি সংশ্লিষ্ট সেক্টরে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার অন্তরায় চিহ্নিতকরণ এবং তা দূরীকরণে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষনে কাজ করে যাচ্ছে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও নৈতিকতা কমিটির সদস্য সচিবকে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনা করার অনুরোধ জানানো হয়।

০২। বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন:

০৬/০৬/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত নৈতিকতা কমিটির সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয় এবং কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

| ক্রম | গৃহিত সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করবেন। | দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ কর্তৃক স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। | |
| ২ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ফিডব্যাক প্রদান করা হলে সে প্রেক্ষিতে সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করতে হবে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের ফিডব্যাকের আলোকে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং স্ব স্ব ওয়েব সাইটে আপলোড করতে হবে। | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ফিডব্যাক এর আলোকে সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, সুরক্ষা সেবা বিভাগের ফিডব্যাকের আলোকে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, উন্নয়ন প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন এবং শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার ৯০%এর বেশী, সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের ৫৬টি PSC সভা আয়োজনের বিপরীতে ৫৩টি আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া নীতিমালা অনুযায়ী সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। | |
| ৪ | আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমে কমপক্ষে একটি নাগরিক সেবা অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। | সুরক্ষা সবা বিভাগের কর্মপরিকল্পনায়, উত্তরা এবং যাত্রাবাড়ী আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সার্বিক সেবার মান উন্নয়নে তদারকি টিম গঠন এবং তদারকি কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রণয়ন এবং সুপারিশ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানি আয়োজন; কারা অধিদপ্তরের বন্দির অবস্থান, জামিন, খালাস বা এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তরের তথ্য অ্যাপসের মাধ্যমে আত্নীয় স্বজনকে জানানো; ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় কারিগরী কারখানার আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের গাড়ী/পাম্পের তথ্য, চাহিদা ও মেরামত সংক্রান্ত “ওয়ার্কশপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম” অ্যাপ্লিকেশন চালুকরণ | |

০৪। আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত: সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় তাঁদের প্রতিষ্ঠানের অন্তরায়সমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা দূর করার জন্য নিম্নরুপ স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন।

**ক) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অন্তরায় এবং কর্মপরিকল্পনা-**

| ক্রম | শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার অন্তরায়সমূহ | স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা | মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা | দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা |
|---|---|---|---|---|
| ১. | বিপুল পরিমাণ পাসপোর্ট সেবা প্রত্যাশী নাগরিকগণের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত জনবলের ঘাটতি। | বিদ্যমান জনবলের ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। | চাহিদা মোতাবেক জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ। | বিভিন্ন দেশের শ্রম বাজার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পাসপোর্টের চাহিদা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জনবল ও অবকাঠামো বৃদ্ধির প্রস্তাবিত চাহিদা অনুযায়ী জনবল নিয়োগের মাধ্যমে দ্রুত সেবা নিশ্চিত করা। |
| ২. | পাসপোর্ট সেবা প্রত্যাশী নাগরিকগণকে উন্নততর পরিবেশে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন পাসপোর্ট অফিসসমূহে অবকাঠামোর অপ্রতুলতা। | বর্তমান অবকাঠামো পুর্নবিন্যাস করে সেবা প্রার্থীদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ। | পাসপোর্ট অফিসসমূহের অবকাঠামো বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে পরিকল্পনা তৈরী করা। | তৈরীকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী অবকাঠামো উন্নয়নের কার্যক্রম নিশ্চিত করা। |
| ৩. | সার্বক্ষণিক পাসপোর্ট ও ভিসা তথ্য সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের নিজস্ব কল সেন্টারের ব্যবস্থা না থাকা। | পাসপোর্ট ও ভিসা তথ্য সেবা প্রদান করার জন্য ওয়েবসাইটে নির্দেশনা প্রদান এবং এসএমএস এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা। | কলসেন্টার এর কার্যক্রম সম্পন্ন করা। | কলসেন্টার কার্যক্রমের সক্ষমতার পরিধি বৃদ্ধি করা। |
| ৪ | অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কারিগরি ও দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট না থাকা। | - | পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের জন্য জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা। | পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের জন্য ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক অবকাঠামো কার্যক্রম সম্পন্ন করা। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৫. | সেবা গ্রহীতাদের উত্তম পরিবেশে সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে সেবাদানকারীদের মানসিক উন্নয়নের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা। | অধিদপ্তরের ইনহাউজ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করা। | উক্ত প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে প্রেরণ করা। | পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম সম্পন্ন হলে কর্মকর্তাদের উক্ত বিষয়ে নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। |
| ৬. | সেবা গ্রহীতার জাতীয় পরিচয় পত্র (NID/জন্ম নিবন্ধন সনদ (BRC) এ তথ্যগত গড়মিল থাকা এবং উক্ত তথ্যগত সমাধানের ক্ষেত্রে অধিক সময়ের প্রয়োজন। | এই বিষয়ে NID/BRC কর্তৃপক্ষের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করা হচ্ছে। অফিসের দৃশ্যমান স্থানে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদর্শন করা। | BRC তে প্রদত্ত তথ্য সমূহ যেন NID তে প্রদত্ত তথ্যের সাথে সদৃশ্য ও সামঞ্জস্য রাখা এবং এ বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। | তথ্যগত গড় মিলের দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে সফটওয়্যারের পর্যালোচনা করা। |
| ৭. | পাসপোর্ট সেবা গ্রহীতার স্থায়ী ঠিকানার তথ্য সঠিক না থাকায় পুলিশ ভেরিফিকেশনে বিলম্ব হওয়া। | এই বিষয়ে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখার সাথে প্রতি মাসে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ করার মাধ্যমে স্থায়ী ঠিকানা সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধান করা। | পাসপোর্ট আবেদনের সময় আবেদনকারীদের সঠিক স্থায়ী ঠিকানা প্রদান করার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। | পাসপোর্ট আবেদনকারীদের সঠিক স্থায়ী ঠিকানা সংশ্লিষ্ট তথ্যগত গড়মিলের দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে সফটওয়্যারের পর্যালোচনা করা। |
| ৮. | একজন আবেদন গ্রহণকারীর পক্ষে বিপুল পরিমাণ পাসপোর্ট সেবা প্রার্থীর সাথে কথা বলতে হয় বিধায় ধৈর্য চ্যুতি ঘটে ফলে তাদের মোটিভেশন প্রয়োজন। | ইনহাউজ প্রশিক্ষণে মোটিভেশন ও স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করা। | উক্ত প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রেরণ করা হবে। | পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম সম্পন্ন হলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। |
| ৯. | কিছু মিডিয়া কর্তৃক নেতিবাচক প্রতিবেদন করা। | অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং পাসপোর্ট সেবা সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ প্রেস রিলিজ, টিভি স্ক্রল এর মাধ্যমে মিডিয়ার নিকট সঠিকভাবে উপস্থাপন করা। | নেতিবাচক ধারণা দূরীকরণের জন্য মিডিয়ার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা এবং মিডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত দিক-নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের ত্রৈমাসিক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা। | ভবিষ্যতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে মিডিয়া উইং চালু করা। |
| ১০. | অধিকাংশ পাসপোর্ট সেবা প্রার্থী নাগরিক ইন্টারনেট ও কম্পিউটার চালনায় অনভিজ্ঞ হওয়ায় অনলাইনে পাসপোর্ট আবেদনের ক্ষেত্রে জটিলতার সম্মুখীন হন এবং আবেদন ফরমে ইচ্ছাকৃত/ অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করা। | পাসপোর্ট ও ভিসা আবেদন এর ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ ও হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টার প্রতিটি অফিসে দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন এবং ওয়েবসাইটে প্রদান করা। | পাসপোর্ট আবেদনের সময় সঠিক ভাবে তথ্য প্রদানে সহযোগীতার জন্য এজেন্সির মাধ্যমে সেবা প্রদান। | এজেন্সী কার্যক্রম কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করা। |
| ১১. | তথ্যগত পরিবর্তন সফটওয়্যারে একসেপ্ট না হওয়ায় ম্যানুয়েলি সম্পন্ন করতে হয় বিধায় দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। | বিদ্যমান জনবল অনুযায়ী সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করা। | অধিদপ্তরকর্তৃক প্রদত্ত এর অনুযায়ী তথ্য পরিবর্তন এর নিমিত্ত সফটওয়্যার আপডেটকরণের লক্ষ্যে কমিটি গঠন। | কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী সফটওয়্যার আপডেটকরণ। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১২. | কিছু কিছু সময় সার্ভার/সিস্টেমের সমস্যার কারণে পাসপোর্ট প্রদানে বিলম্ব হওয়া। | বিদ্যমান অবকাঠামো অনুযায়ী সমস্যা সমাধানের জন্য মেইনটেইনেন্স বৃদ্ধি লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ বা ওয়ার্কশপ আয়োজন করা। | প্রস্তাবিত জনবল অবকাঠামোতে উক্ত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকবল বৃদ্ধির প্রস্তাব করা। | সার্ভার/সিস্টেমের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিজস্ব সক্ষমতা গড়ে তোলা। |
| ১৩. | কিছু সংখ্যক গ্রাহকের সঠিক তথ্য প্রদানে গড়িমসী/অনীহা প্রকাশ। | পাসপোর্ট আবেদনকারীদের NID/BRC এবং স্থায়ী ঠিকানা এর তথ্যের সাথে পাসপোর্ট আবেদনের তথ্য মিল রাখার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা, বিলবোর্ডে প্রচার করা। | পাসপোর্ট আবেদনকারীদের NID/BRC এবং স্থায়ী ঠিকানা এর তথ্যের সাথে পাসপোর্ট আবেদনের তথ্য মিল রাখার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা, নাটিকা প্রচার করা। | পাসপোর্ট আবেদনকারীদের NID/BRC এবং স্থায়ী ঠিকানা এর তথ্যের সাথে পাসপোর্ট আবেদনের তথ্য মিল রাখার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সতর্কীকরণ। |
| ১৪. | বিদেশস্থ মিশনসমূহে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা পদায়ন না থাকা। | বিদেশস্থ মিশনসমূহে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং এ কর্মরত জনবল দ্বারা পাসপোর্ট ও ভিসা সেবা প্রদান করা। | বিদেশস্থ মিশনসমূহে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে পদ সৃজন করা। | বিদেশস্থ মিশনসমূহে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে সৃজনকৃত পদ সমূহে কর্মকর্তা পদায়ন করা। |

**খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অন্তরায় এবং কর্মপরিকল্পনা-**

| ক্রম | শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার অন্তরায়সমূহ | স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা | মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা | দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা |
|---|---|---|---|---|
| ১. | বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়গুলোতে আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব। | বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়গুলোতে আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান -১৫০ জন। | বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়গুলোতে আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ২৫০ জন। | বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়গুলোতে আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান -৪০০ জন। |
| ২. | সকল মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র CCTV এর আওতায় না থাকা। | ৭০% মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র CCTV এর আওতাভূক্ত করা। | ৯০% মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র CCTV এর আওতাভূক্ত করা। | ১০০% মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র CCTV এর আওতাভূক্ত করা। |
| ৩. | বেসরকারী নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে সার্বক্ষণিক ডাক্তার, সাইকিয়াট্রিস্ট এর স্বল্পতা। | ২টি কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক ডাক্তার, সাইকিয়াট্রিস্ট এর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ। | (৪+২)= ৬টি কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক ডাক্তার, সাইকিয়াট্রিস্ট এর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ। | (৯+৬)=১৫টি কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক ডাক্তার, সাইকিয়াট্রিস্ট এর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ। |
| ৪. | মাদকাসক্ত সনাক্তকরণ (ডোপ টেস্ট) পরীক্ষার আওতায় আনয়নে সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ। | ৪০০ জন | (৪০০+১৬০০)= 2000 জন | (২০০০+৩০০০)=৫000 জন |

**গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অন্তরায় এবং কর্মপরিকল্পনা-**

| ক্রম | শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার অন্তরায়সমূহ | স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা | মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা | দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ফায়ার লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে-<br>ক) প্রতিষ্ঠান মালিকের সচেতনতার অভাব;<br>খ) ফি প্রদানে অনীহা;<br>গ) ভুয়া ফায়ার লাইসেন্স সনাক্তকরণের সনাতন পদ্ধতি অনুসরণ। | ক) সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠান মালিকগণের উপস্থিতিতে অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা;<br>খ) অগ্নিপ্রতিরোধ ব্যবস্থাদি ও লাইসেন্স গ্রহণ জোরদারকরণে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;<br>গ) বার/কিউআর কোড ব্যবহার করে ভুয়া লাইসেন্স শনাক্তকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ব্যাপারে প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে। | ক) বারকোড/ কিউআর কোড ব্যবহার করে ভুয়া লাইসেন্স শনাক্তকরণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে EOI, TOR, Procurement Plan এবং Budgeting শেষে চুক্তি স্বাক্ষর। | ক) বারকোড/ কিউআর কোড ব্যবহার করে ভুয়া লাইসেন্স শনাক্ত করণের নিমিত্ত অ্যাপস/ সফটওয়্যার সম্পূর্ণভাবে পাইলটিং সম্পন্নকরণ;<br>খ) বারকোড/ কিউআর কোড ব্যবহার করে ভুয়া লাইসেন্স শনাক্ত করণের নিমিত্ত অ্যাপস/ সফটওয়্যার দেশব্যাপী রেপ্লিকেশন। |
| ২. | কেন্দ্রীয় কারিগরি কারখানার আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের গাড়ি/ পাম্পের তথ্য, চাহিদা ও মেরামত সংক্রান্ত ‘ওয়ার্কশপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ নামক অ্যাপ্লিকেশন চালুকরণ। | ক) ‘ওয়ার্কশপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ অ্যাপ্লিকেশন এর ১ম ফেইজ (Inventory module) ৩০/০৯/২০২২ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে;<br>খ) ‘ওয়ার্কশপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ অ্যাপ্লিকেশন এর ২য় ফেইজ (Workshop management and partial Logbook) ৩১/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে;<br>গ) আগামী ৩০/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ‘ওয়ার্কশপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ অ্যাপ্লিকেশন সুষ্ঠু ও সুচারূপে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। | - | - |
| ৩. | কর্মপরিবেশ উন্নয়ন। | ক) ৩১/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখের মধ্যেবিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা সংগ্রহ;<br>খ) ২০/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে। তালিকাভুক্ত নথিসমূহ বিনষ্টকরণ; | ক) মানসিকতার উন্নয়নে সভা সম্পাদন। | ক) কর্মপরিবেশ উন্নয়নে অবকাঠামো নির্মাণ। |
| ৪. | আর্থিক স্বল্পতায় নতুন ভলান্টিয়ার প্রস্তুত ও সতেজকরণে বাধা। | ক) রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;<br>খ) জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ। | ক) আলাদা পোশাক প্রদান। | ক) নতুন ভলান্টিয়ার প্রস্তুত ও সতেজকরণে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি। |
| ৫. | ক) বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবন ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব;<br>খ) বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনের ফায়ার সেফটি ছাড়পত্র গ্রহণে অনীহা। | ক) জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচার প্রচারণা;<br>খ) বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনের ফায়ার সেফটি ছাড়পত্র যাচাইয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা। | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৬. | সেবা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট ফায়ার স্টেশনের ফোন নম্বর না জানা; প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে সচেনতনার অভাব; যথেষ্ট পরিমাণ আম্বুলেন্স এর স্বল্পতা। | ক) সেবা প্রাপ্তিতে স্থানীয় মোবাইল নম্বরের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা জন্য লিফলেট বিতরণ;<br>খ) অধিক পরিমাণে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। | ক) ফায়ার স্টেশনের ফোন নম্বর সম্বলিত মোবাইল অ্যাপস চালুকরণ। | ক) পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক ফায়ার স্টেশনে ১টি করে অ্যাম্বুলেন্স এর সংস্থান;<br>খ) প্রশিক্ষিত জনবল সৃজন;<br>গ) আলাদা প্রাথমিক চিকিৎসক দল গঠন। |

ঘ) কারা **অধিদপ্তরের অন্তরায় এবং কর্মপরিকল্পনা-**

| ক্রম | শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার অন্তরায়সমূহ | স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা | মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা | দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা |
|---|---|---|---|---|
| ১. | সারাদেশের ৬৮ টি কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে অনুমোদিত বন্দি ধারণ ক্ষমতার চেয়ে প্রায় দ্বিগুন বা তারও বেশি বন্দি অবস্থান করে। | ধারণ ক্ষমতা বিবেচনায় স্বল্প বন্দি অবস্থানরত কারাগারে অবস্থানের জন্য কিছু সংখ্যক বন্দি বদলি করা। | যে সব কারাগার গুলোতে বন্দি ধারণ ক্ষমতার চেয়ে দ্বিগুন বা তিনগুন বন্দি অবস্থান করছে সেসব কারাগারে বন্দি ব্যবস্থাপনা সহজতর করার লক্ষ্যে রাজস্ব খাত থেকে অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে কিছু বন্দি ব্যারাক নির্মাণ করা। | ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অধিক বন্দি অবস্থানকারী কারাগারগুলো চিহ্নিত করে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নতুন কারাগার স্থাপন অথবা কারাগারগুলো পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে বন্দিদের আবাসন সমস্যার সমাধান করা। |
| ২. | দর্শনার্থীদের অনুন্নত বিশ্রামাগার। | বিদ্যমান বিশ্রামাগারগুলোর সমস্যা চিহ্নিত করে স্থানীয় পর্যায়ে সমাধান এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে বিশ্রামাগারগুলোর পরিবেশ উন্নত করা। | কারাগারগুলোর চাহিদার সাপেক্ষে রাজস্ব খাত থেকে বরাদ্দের মাধ্যমে বিশ্রামাগারগুলো উন্নত করা। | প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যেকটি কারাগারে আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন বিশ্রামাগার নির্মাণ করা। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৩. | কারাগারে বিপুল সংখ্যক মাদকাসক্ত বন্দি ব্যবস্থাপনা। | কারাগারে বিদ্যমান বন্দি ওয়ার্ড গুলোর মধ্য থেকে একটি ওয়ার্ড মাদকাসক্ত ওয়ার্ড ঘোষণা করে মাদকাসক্ত বন্দিদের অন্যান্য বন্দিদের থেকে পৃথক রেখে উক্ত ওয়ার্ডে মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিং করা। | কারাগারগুলোর চাহিদার সাপেক্ষে এবং মাদকাসক্ত বন্দির সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে রাজস্ব খাত থেকে বরাদ্দের মাধ্যমে পৃথক মাদকাসক্ত ওয়ার্ড নির্মাণ করা। | অধিক মাদকাসক্ত বন্দির অবস্থান বিবেচনা করে কারাগারগুলো চিহ্নিত করে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে কারাগারগুলোতে বন্দিদের পূর্ণাঙ্গ মাদকাসক্ত নিরাময় ও কাউন্সিলিং কেন্দ্র স্থাপন করা। |
| ৪. | জনবলের স্বল্পতা। কারা বিভাগের অনুমোদিত জনবল ১২১৭৮ হলেও বর্তমানে ১৭৬২ পদ শুন্য রয়েছে। | - | - | প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি অনুমোদন, শূন্য পদে জনবল নিয়োগ এবং প্রস্তাবিত পদ সৃজনের মাধ্যমে উক্ত সমস্যা সমাধান করা। |
| ৫. | মহিলা বন্দিদের সাথে আগত শিশুদের জন্য অপর্যাপ্ত ডে-কেয়ার সেন্টার। | মহিলা বন্দি ব্যারাকে একটি ওয়ার্ড চিহ্নিত করে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা। | কারাগারগুলোর চাহিদার সাপেক্ষে রাজস্ব খাত থেকে বরাদ্দের মাধ্যমে ডে-কেয়ার সেন্টার নির্মাণ করা। | প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যেকটি কারাগারের মহিলা বন্দি ব্যারাকে আধুনিক সকল সুবিধা সম্পন্ন শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার নির্মাণ করা। |
| ৬. | চিকিৎসকের স্বল্পতা। কারাগারগুলোতে চিকিৎসকের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ১৪১ জন। এর বিপরীতে প্রেষণে ৫ জন এবং সাময়িকভাবে সংযুক্ত ৮৯ জন (করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায়)। | স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে স্বল্প সময়ের জন্য চিকিৎসক স্বল্পতা দূর করা। | - | কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের নিমিত্ত সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠন করা হয়েছে। উক্ত মেডিকেল ইউনিটের মাধ্যমে কারা হাসপাতালে চিকিৎসক পদায়নের লক্ষ্যে নিয়োগবিধি সংশোধনের প্রস্তাব কারা অধিদপ্তরের পত্র নং-২১১ তারিখ ১৭/৫/২০২২ এর মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী কারা অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা-২০১১ সংশোধনের পূর্ব পর্যন্ত কারা হাসপাতালে পদায়নের নিমিত্তে জনবলের চাহিদা কারা অধিদপ্তরের পত্র নং-৩২৩ তারিখ ০৭/৭/২০২২ এর মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। শূন্য পদে চিকিৎসক পদায়ন করা হলে উক্ত সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৭. | সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের সেনটেন্স প্ল্যানিং বাস্তবায়ন। | কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের সেনটেন্স প্ল্যানিং ফ্রেমওয়ার্ক তৈরী করা। | সেনটেন্স প্ল্যানিং বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করাসহ কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। | কিছু সংখ্যক সাজাপ্রাপ্ত বন্দিকে নির্দিষ্ট করে সেনটেন্স প্ল্যানিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করা। |

০৫। আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়নে অধিদপ্তর প্রধানগণকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। বিশেষ করে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন এবং সভায় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় দূর করার জন্য গৃহিত কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। নৈতিকতা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সকল অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের শতভাগ বাস্তবায়নে বছরের শুরু থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, নিয়মিত PIC সভা আয়োজন এবং প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ গৃহিত অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

০৬। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়-

৬.১। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চিহ্নিত অন্তরায়সমূহ দূর করার স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে তা বাস্তবায়নপূর্বক দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতির প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করবেন:

৬.২। দাখিলকৃত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গৃহিতব্য কার্যক্রম সময়াবদ্ধ করতে হবে;

৬.৩। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আলোচিত অন্তরায়সমূহ ব্যতীত আরো কোনো অন্তরায় চিহ্নিত করা হয়ে থাকলে দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ আগামী ৩০/০৯/২০২২খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করবেন;

৬.৪। দপ্তর/সংস্থার নৈতিকতা কমিটির সভায় স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় দূর করার জন্য গৃহিত কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং করতে হবে;

৬.৫। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সকল অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে এবং

৬.৬। স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের অধীন মাঠপর্যায়ের অফিস সমূহের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনের বিষয়ে ফিডব্যাক প্রদান করতে হবে।

০৭। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের আহবান জানিয়ে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী

সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৫৩.৩২.০০২.২২.১১৫

তারিখ: ৭ আশ্বিন ১৪২৯
২২ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) অতিরিক্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৪) সিনিয়র সহকারী সচিব, শুদ্ধাচার শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)

জাহিদুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)